বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষিই সমৃদ্ধি

প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর

নালিতাবাড়ী-চেল্লাখালী রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প,

সেচ ভবন, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।

স্মারক নংঃ [illegible]

তারিখঃ ২৪/০৫/১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

"উদ্বোধন হলো বিএডিসি'র চেল্লাখালী রাবার ড্যাম"

চেল্লাখালী নদীর রাবার ড্যামের মাধ্যমে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার সন্নাসীভিটা, রাণীগাঁও, কালিনগর, কচুয়াবাড়ী, আমবাগান, নন্নী, উত্তরবন্ধ এলাকার কৃষকদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। গত ১৪ মে ২০১৬ শেরপুর জেলার নালীতাবাড়ী উপজেলার সন্নাসীভিটা এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত চেল্লাখালী নদীর ওপর নির্মিত রাবার ড্যাম এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি চেল্লাখালী রাবার ড্যাম এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, চেল্লাখালী রাবার ড্যাম দেশের খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব অবদান রাখবে। সেচের পানির অভাবে শুষ্ক মৌসুমে এখানে ফসল উৎপাদন করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম নির্মাণ কৃষকদের ভাগ্য খুলে দিয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে "জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন চেল্লাখালী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় চেল্লাখালী নদীতে একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ এবং প্রায় ৯ কিলোমিটার নদী পুনঃখনন করা হয়েছে। উক্ত কাজে ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিনা'র মহাপরিচালক, শেরপুরের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় কৃষকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তারা জানান, এটি একটি পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প। রাবার ড্যাম প্রযুক্তি মূলত চীন দেশের প্রযুক্তি। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বেকার যুবক ও কৃষকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের সদস্য পরিচালক ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম। তিনি বলেন, বিএডিসি বাংলাদেশে যান্ত্রিক সেচ আবাদের প্রবর্তক এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৭.৫৩ লক্ষ সেচযন্ত্র ব্যবহার করে ৫৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। তাই দেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিএডিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি আরো বলেন, আলোচ্য রাবার ড্যামের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার সমমূল্যের ২,২৫০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

প্রধান অতিথি মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি বহুবিধ সংকটে আবর্তিত বাংলাদেশের কৃষি। খরা, অকাল বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় এলাকার পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, পাহাড়ি এলাকায় সেচ পানির অপ্রতুলতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ ও সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে সচল করার জন্য বিএডিসি'র মাধ্যমে অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। কর্মসূচি ও প্রকল্পের কার্যক্রম দক্ষভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থাটি তার যোগ্যতার পরিচয় রাখছে। এ সংস্থা স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে ইতোপূর্বে চট্রগ্রাম জেলায় দুইটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করে। বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত এই রাবার ড্যামটি প্রকল্প এলাকার কৃষকদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকার দেশের কৃষি উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষিতে ভর্তূকি বাড়িয়েছে, কৃষকদের জন্য মাত্র দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছে, সার ও কীটনাশক প্রাপ্তি সহজলভ্য করেছে, কৃষি পুনর্বাসনের উপকরণ ও অর্থ কৃষকের হাতে পৌছে দেয়া হচ্ছে, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, নতুন নতুন ধানের জাত আবিষ্কারের প্রচেষ্ঠা নেয়া হয়েছে, সরকারি বীজ সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, সারের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে বিএডিসি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে বিএডিসি কৃষি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭" অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, নির্মিত রাবার ড্যাম বাংলাদেশের কৃষি কাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি দক্ষতার সাথে সেচের পানি ব্যবহার করা জন্য কৃষক ভাইদের আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহফুজুল হক। তিনি বলেন, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএডিসি কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার ও সেচ সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে আসছে। ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াতে পাহাড়ি, উপকূলীয়, হাওর ও চর এলাকায় ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণে খাল নালা পুনঃখনন করছে। নদী ও পাহাড়ি ছড়ায় রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে কৃষকদের সেচের পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালী নদীতে দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ কৃষকগণ নিজস্ব উদ্যোগে কয়েকটি মাটির বাঁধ নির্মাণ করে সীমিত আকারে চাষাবাদ করতো। এভাবে প্রতি বছর মাটির বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কমপক্ষে ৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হবে, ফলে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা সমমূল্যের ২,২৫০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হবে। এই ড্যামের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ব্যয় কমবে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

(মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক
নালিতাবাড়ী-চেল্লাখালী রাবার ড্যাম নির্মাণ
প্রকল্প